

পটুয়াখালী সরকারি কলেজে

শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

পটুয়াখালী প্রতিনিধি

শিক্ষা কার্যক্রমে দিনদিন পিছিয়ে পড়ছে পটুয়াখালী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত হোলার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টি শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা হয়ে পড়ছে নতলনির্তর।

শিক্ষক সংকট, অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাব, পাঠ্যসূচি সমাপ্ত না হওয়া, শিক্ষকদের ক্লাস করতে অনগ্রহ, ব্যক্তিগত বিষয়ের ও দলদলি, নিয়ম বহির্ভূতভাবে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায়, প্রাইভেট পড়ানোর ঝোঁক, সংশ্লিষ্ট দফতরের উদাসীনতা কলেজটির স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রমে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে পরিপূর্ণ শিক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। পটুয়াখালী সরকারি কলেজের ছাত্র/শিক্ষকদের সঙ্গে

আলাপকালে তারা জানান, প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ না করেই ১৬টি বিষয়ে সন্ধান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রদান শুরু হওয়ায় কলেজে ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক পাস পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদেরকেও এর ধকল সহ্য করতে হচ্ছে। জানা যায়, কলেজে ৮২টি পদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ৩৫টিতে কোন শিক্ষক নেই। কলেজটিতে ১৪টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। দেশের ৩০টি 'এ' গ্রেড কলেজের অন্যতম এ কলেজটিতে ৬টি বিভাগে মাত্র দুজন করে শিক্ষক রয়েছে। কোন বিভাগে প্রদর্শক শিক্ষক নেই। ক্রীড়া ও গ্রন্থাগারিকের পদটিও শূন্য রয়েছে। কলেজের পুরাতন চারটি ভবনের মধ্যে প্রশাসনিক ভবন ছাড়া বাকি তিনটি ভবন ১৯৯২ সালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরিত্যক্ত ঘোষণা করলেও বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় চরম খুঁকি নিয়ে ওইসব ভবনে কর্তৃপক্ষ শ্রেণী কার্যক্রম চালাতে বাধ্য হচ্ছে। বাণিজ্য বিভাগের ভবন নির্মাণ কাজ গত কয়েক বছর ধরে শব্দকগড়িতে চলায় বিভাগের কার্যক্রম চলছে পরিত্যক্ত ভবনে। গ্রন্থাগার ভবনের অবস্থা গোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। গ্রন্থাগার ও বাণিজ্য ভবনের

অনেকাংশের ছাদ ও দেয়াল ধসে পড়তে শুরু করেছে। এসব ভবনে জীবনের খুঁকি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করতে অগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।

অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের কোন বাসভবন না থাকায় আবাসন সমস্যার কারণে দূরবর্তী এলাকা থেকে আসা শিক্ষকরা এখানে থাকতে চান না। এছাড়া ছাত্রদের উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি ছাত্রাবাস বহু আগেই থাকার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কলেজের ছাত্রীনিবাসে ৮৪ জনের আবাসন ব্যবস্থা থাকলেও সেখানে প্রায় দুশ' ছাত্রী থাকছে।